ISSN : 2309-0642

জাতীয় অধ্যাপক এম আর খান – শিশুস্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান

কৃষ্ণা ভদ্র*

বর্ণাঢ্য জীবনের আলোকপঞ্জিকায় মহিমান্বিত আমাদের জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। তীক্ষ্ণ মেধাবী ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপিত সুধীমহলের অনুভবে তাঁর পুরো নাম মোহাম্মদ রফি খান। জন্ম ১ আগস্ট, ১৯২৮। পিতা মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল বারী খান। মাতা মরহুম আলহাজ্ব জায়েরা খানম। তাঁদের চার ছেলে – শফি খান, মহি খান (বতু),সহি খান এবং মেজ ছেলে রফি। সেই রফি এখন স্বনামধন্য চিকিৎসক শিশুদের বন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। আদর করে সবাই তাঁকে ডাকতেন খোকা। সাতক্ষীরার রসুলপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। নিম্নের এই ছড়াটির মতো 'সাতক্ষীরা'র প্রতিচ্ছবি তাঁর মনে অনুরণিত –

দেশের সীমানা নদীর ঠিকানা
যেথায় গিয়েছে হারিয়ে
সেথা সাতক্ষীরা রূপময় ঘেরা
বনানীর কোলে দাঁড়িয়ে।

ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে সাতক্ষীরা জেলা (খুলনা বিভাগ) ৩৮৫৮.৩৩ বর্গ কিমি। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত জেলা উত্তরে যশোর জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে খুলনা সদর পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গেও চব্বিশ পরগণা। সাতক্ষীরার প্রাচীন নাম 'সাতঘরিয়া'। সাতঘরিয়ার স্থপতি ছিলেন তৎকালীন জমিদার প্রাণনাথ রায় চৌধুরী। সাতঘরিয়া ইংরেজদের মুখে সাতক্ষীরা নাম ধারণ করে। এ অঞ্চলে প্রাচীন বাংলার 'বঙ্গ' জনপদের অংশ ছিল। একসময় বাংলার বারো ভুঁইয়াদের স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী ছিল এই সাতক্ষীরা এবং প্রধান নদীর মধ্যে গণ্য ছিল কপোতাক্ষ নদ। ইছামতী নদীও সাতক্ষীরায় বিদ্যমান। 'কপোতাক্ষ নদ' নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সেই বিখ্যাত কবিতা –

'সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ॥' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আবার শান্ত স্নিগ্ধ ইছামতী নদীকে নিয়ে ও কবি লেখেন –

যখন যেমন মনে করি তাই হতে পাই যদি
আমি তবে এক্ষণি হই ইছামতী নদী।

---

* সিনিয়র প্রভাষক, ভাষা-যোগাযোগ ও সংস্কৃতি বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।

শৈশবের এই কাদা মাটি খাঁটি মাতৃভূমির স্পর্শে বেড়ে উঠা চিকিৎসক ডা. এম আর খান। তাঁর শৈশবের সুন্দর দিনগুলোর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হারিয়ে যান শৈশবালোকে যে আলোকময় রশ্মি তাঁকে দিয়েছে অফুরন্ত সাফল্য।

শিক্ষার আলো মাতৃভূমির প্রতিটি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক, এই ভেবে দৃঢ় চিন্তাশীল সুদূর প্রসারী ব্যক্তিত্ব ডা. এম আর খান পঞ্চাশের দশকে ব্রিটেন থেকে ডিগ্রী নিয়ে স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তার প্রতিফলন ঘটেছে প্রতিটি কাজে ও শিক্ষকতায়, আচার-আচরণে ও মনুষ্যত্ববোধের মাধ্যমে। অধ্যাপক ডা. এম আর খানের জীবন পর্যালোচনা করলে পল্লীর জীবন ,জীবিকা অর্থাৎ সহজ সরল সব কিছু প্রতীয়মান হয়। তিনি গ্রামের মানুষদেরকে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করবেন বলে দেশে ফিরেছিলেন।

ব্যক্তিগত ও জনজীবনে ডা. এম আর খান ছিলেন অত্যন্ত সরল। তাঁর জীবদ্দশায়ই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জন সাধারণ তাঁর উদার ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য তাঁকে গভীর ভাবে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। দুর্দশাগ্রস্ত ও অতি দরিদ্রদের সাহায্য করার লক্ষ্যে তিনি জাতি ধর্ম নিবিশেষে বিপুল শিশুদের জন্য কাজ করছেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও তাঁর উদার প্রকৃতির জন্যে সম্ভব হয়েছে।

তিনি আশাবাদী ও নিবেদিত প্রাণ। তাই দর্শনবিদের আবিভাবের ন্যায় চিন্তা ও রচনায় সার্থকভাবে প্রতিফলিত ছিল দর্শনের মহান মানবতাবাদী ঐতিহ্য।

মানুষের চিন্তা ও ধারণাই কর্মের চালিকা শক্তি। চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হলে কেউ কখনো কোনো কাজে প্রংশসিত হয় না, হতে পারে না। এমনি একজন শিশু চিকিৎসক ডা. এম আর খান। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি আমাদের শিখিয়েছেন মানবতার মমার্থ ও দেশপ্রেম।

৮৭ বৎসর বয়সেও তিনি তারুণ্যদীপ্ত পদক্ষেপে দেশ ও জাতিকে দিয়েছিলেন তাঁর প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধিমত্তা। আর এত উপকৃত আপামর জনগণ! যাঁকে মূল্য দিয়ে চলতো সময়। তাঁর মেধায় আলোকিত বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর কর্মকাণ্ড। অধ্যাপক এম আর খান সম্বন্ধে নবীন, তরুণ, তরুণতম, শিশুবন্ধু ইত্যাদি বিশেষণ বহুল প্রচারিত। মানুষের প্রতি তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, উদার মানসিকতা, আবেগময় আবেদন, মুগ্ধ প্রাণপ্রাচুর্য এবং নিবিড় আগ্রহ। যাঁরা সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। কারণ সাবলীল তাঁর গতিময়তা। সময় তাঁর কাছে হার মেনেছে। দশ বছর আগে যেমন ছিলেন তাঁর জীবদশায় অধ্যাপক এম আর খান ঠিক সে রকমই ছিলেন। তিনি যখনই ক্লান্তি তাঁর ক্লান্তি অনুভব হতো স্বরচিত ছড়াটি আবৃত্তি করতেন –

"বিশ্রাম কাজের অঙ্গ এক সাথে গাথাঁ
নয়নের অঙ্গ যেমন নয়নেই পাতা।"

সাফল্য ও খ্যাতির অধিকারী রূপে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। শিশুরোগের চিকিৎসায় সত্যি এক অনন্য নাম জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। মানব কল্যাণে এক নিবেদিত প্রাণ, যিনি আর্তপীড়িত, দুস্থ, দরিদ্র শিশুদের সেবায় হাত প্রসারিত করে রেখেছিলেন আজীবন। চিন্তা ও কর্মে তন্ময় ব্যক্তিত্ব হিসেবে অগণিত হৃদয়ে তাঁর অবস্থান।

রোগাক্রান্ত শিশু ও স্বপ্নহীন শিশুদের কল্যাণে হৃদয়ের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছেন নিজ প্রচেষ্টায় উপমহাদেশ জুড়ে শিশু চিকিৎসা সেবা আন্দোলন ও সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে এক স্বর্ণালী অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। সেই বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার রসুলপুর গ্রামে জন্ম নেওয়া শিশুটিকে মা-বাবা ডাকতেন খোকা বলে। মা-বাবার স্বপ্ন ছিল খোকা একদিন ডাক্তার হবে। তবে কোন দিন ভাবেননি খোকা তাঁদের সত্যি সত্যি একদিন এত বড় হবে। দেশের মানুষ এক নামে চিনবে। এখন দেশের বরেণ্য শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ তিনি, বাংলাদেশে শিশুদের ডাক্তার।

একটিই নাম এম আর খান। তাই ছাত্র, সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ীরা তাঁকে দিয়েছেন 'শিশুবন্ধু' উপাধি।

সৃষ্টি জীবের প্রতি ভালবাসা ও সেবা মায়া মমতার চাদরে নিজেকে জড়িয়ে রেখে সকাল-সন্ধ্যা থাকেন হাসিমুখে ও নরম মেজাজে। শিশুদের ভালবেসে শিশুবন্ধু অবসর গ্রহণ করেননি। তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যথা :

ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ ও শিশু হাসপাতাল, ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ ও শিশু হাসপাতাল, সাতক্ষীরা শিশু হাসাপাতাল, নিবেদিতা নার্সিং হোম। তাছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ – ঢাকার ধানমন্ডি ৫নং রোডে ৬ তলা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে রোগীরা উন্নত সেবা পেয়ে থাকেন। এর প্রধান উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন অধ্যাপক এম আর খান।

অধ্যাপক ডা. এম আর খানকে এককথায় বলা যায়, 'Father of the Paediatrics' - শিশুরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ। জীবদ্দশায় তিনি সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত একটি সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির এক অনন্য গৌরব। দেশের একমাত্র পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে সরকারী চাকরি জীবন শেষে প্রভিডেন্ট ফান্ডের কষ্টার্জিত সাড়ে তিন লাখ টাকার সমুদয় তিনি দান করেন মা ও শিশুর কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত ডা. এম আর খান ও আনোয়ারা ট্রাস্টে। উল্লেখ্য, বেগম আনোয়ারা খান তাঁর সুযোগ্য এবং সমাজকল্যাণে নিবেদিত-প্রাণ সহধর্মিণী।

সাংস্কৃতিক অঙ্গন

তিনি ছিলেন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান ভান্ডার তাঁর। কথায় কথায় তিনি সাহিত্যের দৃষ্টান্তে প্রাঞ্জল বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। তাঁর রচিত *'জীবনের জলছবি'*-এর যথার্থ সাক্ষী।

জীবনের জলছবি মূলত ডা. এম আর খানের আত্মজীবনী। তিনি যখন ৮০ বছরে পা দিয়েছিলেন সে সময় প্রকাশিত হয়। ৮৬ বৎসরের দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় তিনি বহু ঘটনার সাক্ষী। জীবন-সায়াহ্নে এসে তিনি জীবনের প্রকৃত সাফল্য ও সার্থকতা খুঁজছেন মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে। এখানে বাল্যকাল থেকে এ পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলী কালানুক্রমিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর স্মৃতিকথায় স্থান পেয়েছে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ভারত বিভাগ, ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধকালে রাজধানী ঢাকার হালচিত্রের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ডা. এম আর খান। এ সম্পর্কে তার আন্তরিক বর্ণনা শেষ পর্যন্ত ২৫ মার্চ (১৯৭১) এর রাতেই সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় দশায় তাঁরা ক'জন ডাক্তার আইপিজিএমআর-এর কাজ চালিয়ে ছিলেন। যেহেতু চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের ডাক্তার, তিনি সে কারণে পাক সেনাদের অত্যাচার নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ থেকে নিস্কৃতি পেয়েছিলেন। কোন মতে গা বাঁচিয়ে আইপিজিএমআর-এর পেডিয়াট্রিক্স বিভাগের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। স্বাধীন বাংলাদেশের উন্মেষকালে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশায় তাঁর নাম লেখা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান ডা. খান : 'একদিন হঠাৎ আমাদের বাড়িতে রাজাকার আলবদর বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা হানা দিল। সম্ভবত পশ্চিম পাকিস্তানী মিলিশিয়া বাহিনীও ছিল তাদের সঙ্গে। তাদের বাড়ির ভিতরে টর্চ দিয়ে এমন কি কক্ষের ভিতরেও তল্লাশি চলেছিল। সবাই পালঙ্কের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাতে টর্চের আলোয়

ও কাউকে দেখা না যায়।' – এমনি ঐতিহাসিক বর্ণনায় ভরপুর ডা. এম আর খানের 'জীবনের জলছবি'।

বইটির ভাষা ও বাক্যবিন্যাস সহজ এবং প্রাঞ্জল। ঘটনার বর্ণনা ধারাবাহিক হওয়ার বইটি একটানা পড়তে ইচ্ছা করে। বইটির শেষ ১৬ পৃষ্ঠায় ডা. এম আর খান ও তাঁর পরিবারের দুর্লভ কিছু রঙ্গিন ও সাদাকালো ছবি আছে। চলতি ভাষায় লেখা ডা. খানের আত্মজীবনী গ্রন্থটির শেষ ভাগে তিনি যে সব কলেজ, হাসপাতাল, নার্সিং হোম, ট্রাস্ট, সমাজসেবামূলক সংস্থা ও কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ডা. খান যে রবীন্দ্রচর্চা করেন, তাও বইটির নানা বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়।

জীবনের জলছবি গ্রন্থখানি জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খানের জীবন কাহিনী হলেও ঘটনা পরম্পরায় এতে বিধৃত হয়েছে এক আদর্শ জীবনের ছবি, ফুটে উঠেছে দেশ ও সমাজের চিত্র। এ গ্রন্থ পাঠে পাওয়া যায় সুন্দর জীবন গঠনের প্রেরণা, অনুকরণীয় এক চরিত্রের সন্ধান।

অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ

১. *আপনার শিশুর জন্য জেনে নিন* (প্রকাশকাল : জানুয়ারী ১৯৭৬)
২. *Pocket Pediatrics* (প্রকাশকাল : জানুয়ারী ১৯৮২)
৩. *মা ও শিশু* (প্রকাশকাল : ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬)
৪. *Essence of Pediatrics* (প্রকাশকাল : জানুয়ারী ১৯৮৯)
৫. *প্রাথমিক চিকিৎসা*
৬. *আপনার শিশুকে সুস্থ রাখুন*
৭. *Essence of Endocrinology*
৮. *Durgu Therapy in Children* (প্রকাশকাল : জুন ২০০৬)

তাঁর সম্পর্কে আমাদের ব্যাপকভাবে অবহিত করে – *ডা. এম আর খান স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা : প্রকাশক মিসেস আনোয়ারা খান, ২০০৮)। তাছাড়া রয়েছে আরো ৩৭টি গবেষণা পত্র যা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন পুস্তিকা ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

গত ৫ই নভেম্বর ২০১৬, তিনি আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। সমাজহিতৈষী, সত্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রত্যয় সমৃদ্ধ এক ব্যক্তিত্বের আদর্শ রূপে উদাহরণ হয়ে থাকবেন তিনি আমাদের মাঝে।